

এইপ্রকার মাহাত্ম্য স্মৃতিত হইল। কেবলমাত্র পাপনাশকারীস্বরূপ-কার্য্য
শ্রীনামের পক্ষে অতি তুচ্ছ ॥ ২৬২ ॥

ফলহিমেব যদাহ—এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্য। জাতানুরাগোদ্ধতচিত্তউচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়তুয়ান্নাদবনৃত্যতি লোকবাহুঃ ॥ ২৬৩ ॥

এবং শৃণু সুভজানি রথাজপাণেরিত্যাভ্যাক্তপ্রকারং ব্রতং কৃতং যস্য তথা-
ভূতোহপি স্বপ্রিয়ানি স্বাভীষ্টানি যানি নামানি তেষাং কীর্তনেন জাতানুরাগন্তত এব
চিত্তদ্রবাং দ্রুতচিত্তঃ তত্রোচিতভাববৈচিত্রীভির্হসতীত্যাदि। অত্র তৃতীয়াংশত্যা
নামকীর্তননৈস্যেব সাধকতমত্বং লক্ষম্। তদেবমেবং ব্রত ইত্যত্রাপিশব্দোহপ্যধ্যাহতঃ।
অতএব ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরিত্যাভ্যাক্তরপণে টীকাচূর্ণিকা “নয়িয়মাক্রুচ-
যোগিনামপি বহুজন্মভি দুর্লভাগতিঃ কথং নামকীর্তনমাত্রেনৈকস্মিন্ জন্মনি ভবেদিত্যা-
শঙ্ক্য সদৃষ্টান্তমাহ, ভক্তিরিতি” ইত্যেবা। ইথমুখ্যাপিতঞ্চ শ্রীভগবন্নামকৌমুদ্যাং
সহস্রনামভাষ্যে চ পুরাণান্তরবচনম্—নক্তং দিবা চ গতভীজিতনিদ্র একোনির্বিগ্ন
ইক্ষিতপথো মিতভুক্ প্রশান্তঃ। সতচ্যুতে ভগবতি স মনো ন সজ্জেন্নামানি তদ্রতি-
করাণি পঠেদলজ্জ ইতি। অত্র গতভী ইত্যাদয়োক্তা নান্মৈকতৎপরতাসম্পাদনার্থা।
নতু কীর্তনাগ্জভূতা। ভক্তিমাত্রস্য নিরপেক্ষত্বং তস্য তু স্ততরাং তাদৃশত্বমিতি। যথা
বিষ্ণুধর্ম্মে সর্বপাতকাতিপাতক মহাপাতককারি দ্বিতীয় ক্ষত্রবন্ধুপাখ্যানে ব্রাহ্মণ উবাচ।
যথোতদখিলং কর্তুং ন শক্লোসি ব্রবীমি তে। স্বল্পমগ্নয়োক্তং ভো করিষ্যতি ভবান্
যদি। ক্ষত্রবন্ধুরুবাচ। অশক্যমুক্তং ভবতা চঞ্চলহৃদ্বিচেতসঃ। বাকশরীরবিনিপ্পাতং
যচ্ছক্যং তদুদীরয় ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। উত্তীর্ণতা প্রম্পতা প্রস্থিতেন গমিষ্যতা।
গোবিন্দেতি সদা বাচ্যং ক্ষুৎতট্, প্রত্নলিতাদিহ ॥ ইতি ॥ ১১ ॥ ৩ ॥ শ্রীকবি-
বিদেহম্ ॥ ২৬৩ ॥

শ্রীনামকীর্তনের কিন্তু মুখ্যফল অভীষ্ট শ্রীভগবানের চরণে পরম প্রেমলাভ।
“এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্য” ১১।২।৪০ ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকবি যোগীন্দ্র
নিমিমহারাজের কাছে বলিয়াছিলেন—“হে রাজন্! যে জন রথাজপাণি
(চক্রহস্ত) শ্রীভগবানের সুমঙ্গল জন্মকর্ম্ম এবং নাম নিল্লজ্জ হইয়া শ্রবণ
কীর্তন বা গান করেন, সেই জন সর্ব্ব অপেক্ষা শূন্য হইয়া বিচরণ করেন।”
যতপি এই পূর্ব্বোক্তপ্রকার নিয়ম জীবনে অবশ্যকর্তব্যরূপে নির্দ্বারণ করিয়াছেন,
তথাপি “স্বাপ্রিয়নামকীর্ত্য” অর্থাৎ নিজ অভীষ্ট প্রাণবল্লভের যে সকল নাম
অথবা সেই অভীষ্ট প্রাণবল্লভের নামের মধ্যেও যে সকল নাম নিজ দাস্তাদি
ভাবপোষক, সেই সকল নামকীর্তনের দ্বারাই নিজ অভীষ্টদেবের চরণে
অনুরাগ অর্থাৎ ভাবপ্রেমের আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রেমোদয় হইলেই
উৎকণ্ঠারূপ অগ্নিতে জাহ্নুনদ হেমরূপ চিত্ত বিগলিত হইয়া থাকে। সেই চিত্ত
বিগলিত হওয়ার অনুভাব অর্থাৎ কার্য্য কখনও হান্স, রোদন, উচ্চশব্দ এবং